Newsletter

Isssue 4

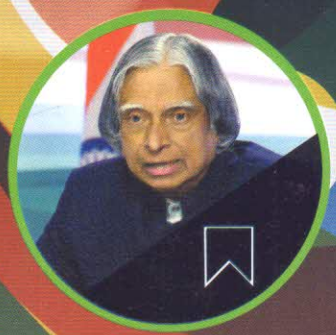

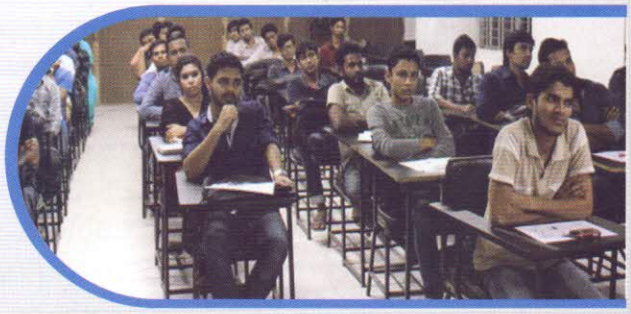

Future will be better than thy past

UITS

I T S RESEARCH CENTER

2015

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

UITS

Govt. & UGC approved since 2003

Future will be better than thy past

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

Earn a Degree That Makes You More Valuable Globally *... achieve your best*

Admission going on B.Pharm.

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)

Why preferred?

- ★ Highly experienced faculty
- ★ Well equipped lab facilities
- ★ Industrial tour & training facilities

Admission Eligibility

Students who have passed Higher Secondary Certificate Examination in Science with GPA at least 2.50 or have passed GCE O-Level and A-level examinations in any five science subjects including these four, of which at least two must be at the A-Level examination and secured B grades in at least three of them at any level are eligible for admission into the B. Pharm. course.

The Department of Pharmacy offers the Bachelor of Pharmacy i.e., B. Pharm. Degree. Bachelor of Pharmacy is a four-year degree course, which includes theoretical courses, laboratory works, project works and intensive industrial and hospital training. This program aims at providing students with modern and broad-based education in pharmaceutical sciences and preparing them as well-trained pharmacy professionals/pharmacists to meet the needs of the Pharmacy profession as practiced all over the world.

In any field of the Pharmacy profession, B. Pharm. graduates have ample scope to work in the production, quality control, quality assurance, sales and promotion departments of the pharmaceuticals manufacturing industries and in the Community and Hospital pharmacies both at home and abroad.

Total Credit: 169.0 | **6 Month Semester** | **Total Cost: 3,85,000 BDT**

Contact Address: GA - 37/1, Jamalpur Twin Tower (Tower 2), Pragati Sharani,Baridhara View, Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh. Phone : 880-2-8899752, Admission: +880 1938832755

এপিজে আব্দুল কালামের প্রয়াণ

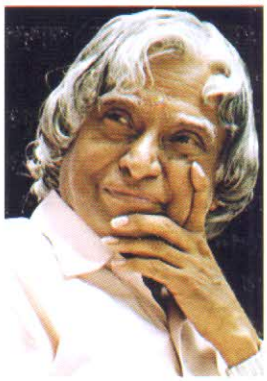

১৯৩১ সালের ১৫ই অক্টোবর দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর অত্যন্ত দরিদ্র এক মৎস্যজীবী পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে আব্দুল কালাম ভারতে বিজ্ঞানচর্চার শীর্ষে ও সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আরোহণ করেছিলেন তা রূপকথাকেও হার মানায়। তবে তারও আগে ভারতে প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও-র প্রধান হিসেবে দেশের স্বল্প, মাঝারি ও দূরপালার ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন মি. কালাম। তাকে ডাকা হত ভারতের 'মিসাইল ম্যান' নামেও।

২০০২ থেকে ২০০৭ সাল, এই পাঁচ বছর ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন আবুল পকির জয়নুল আবেদিন আব্দুল কালাম যিনি ভারতের তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্রপতি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত, আর খুব সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্যও আজীবন পরিচিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসরের পর থেকেও মি. কালাম সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-বিষয়ক ও প্রেরণামূলক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, বহু জনপ্রিয় বইও লিখেছিলেন তিনি।

Condolence

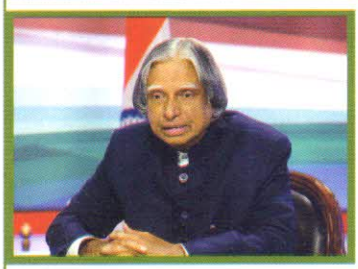

University of Information Technology & Sciences (UITS) & PHP Family Deeply Mourn the Death of World Renowned Scientist and Former President of India

Dr. A P J Abdul Kalam

We Remember His Inspiring Speeches and Memories as the First Convocation Speaker of the University of Information Technology & Sciences (UITS) with Endless Gratitude.

Alhaj Sufi Mohamed Mizanur Rahman
Founder Chairman, Board of Trustees, UITS & PHP Family

ইউআইটিএস-এর ইইই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমন্বিত উদ্ভাবন

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত কিট তৈরি হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক বিশ্বজিৎ কুমার দে-এর নেতৃত্বে বিভাগের শেষ বর্ষের চারজন ছাত্র এনায়েত করিম, টিপু সুলতান, নায়েমুল কবির মোল্লা ও নাহিদ মাহমুদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত কিট তৈরি করেন। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষণ কাজ সহজেই করা সম্ভব হবে। বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী এই কিটের মূল্য কয়েক লক্ষ্য টাকা।

গত ৭ জুন ২০১৫ তারিখ, শনিবার ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান-এর নিকট উক্ত কিটটি হস্তান্তর করেন বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ মিজানুর রহমান। এ সময় মাননীয় চেয়ারম্যান তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করে উপস্থিত ছাত্র শিক্ষকদের উৎসাহিত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, পরিচালক প্রশাসন ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) লে. কর্ণেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার এবং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমন্ডলী।

'সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাগত স্বীকৃতি : বাংলাদেশে সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা

৬ জুন ২০১৫, শনিবার সকাল ১০টায় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর সমাজকর্ম বিভাগ ও বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (বিসিএসডব্লিউই) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ চ্যাপ্টার-এর উদ্যোগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সমাজকর্ম বিষয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে 'Social Work

Education and Professional Recognition: Problems and Prospects in Bangladesh' (সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাগত স্বীকৃতি : বাংলাদেশে সমস্যা ও সম্ভাবনা) শীর্ষক এক কর্মশালা ইউআইটিএস -এর প্রধান ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্যে হাবিবুল্লাহ্ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজ-এর উপাধ্যক্ষ ড. আব্দুল জব্বার মিয়া উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান।

ইউআইটিএস-এর সমাজকর্ম বিভাগ ও বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (বিসিএসডব্লিউই) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ চ্যাপ্টার-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ইউআইটিএস - এর সমাজকর্ম বিভাগের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান -কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ও বিসিএসডব্লিউই-এর সভাপতি ড. মুহাম্মদ সামাদ, মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এবং বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব ও মালয়শিয়াতে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এ কে এম আতিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি জনাব এ কে এম আতিকুর রহমান বলেন, সমাজকর্ম বিষয়ক জ্ঞানকে ভিত্তি করে আমাদের মানুষ, সমাজ ও দেশের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তিনি আরও ঘোষনা দেন 'আদৃতা রহমান স্কলারশীপ' নামে প্রতি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের একজন শিক্ষার্থীসহ মোট ৪ জন শিক্ষার্থীকে দশ হাজার টাকা করে স্কলারশীপ দিবেন।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, আধুনিক সমাজকর্ম-এর পেশাগত দিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপাচার্য ও বিসিএসডব্লিউই-এর সভাপতি ড. মুহাম্মদ সামাদ সমাজকর্ম-এর ইতিহাস ও বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম-এর অবস্থানকে তুলে ধরে বলেন, সমাজের নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা যেমন ধর্ষণ, মানব পাচার ইত্যাদি শুধু আইন করে সমাধান করা সম্ভব না, সমাজকর্মের পেশাগত দিক প্রয়োগ করে এসব সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব।

প্রধান অতিথি আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের সন্তানদের আলোকিত মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ অন্তরে জাগ্রত করতে হবে। এই দেশকে শান্তির ভূমি করতে দরকার একাগ্রতা, দায়িত্ববোধ ও পরিশ্রম। সমাজকর্মের প্রায়োগিক জ্ঞান দিয়ে মানব কল্যাণের মত মহৎ কর্ম সাধন করা সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করেন, 'বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইটিএস-এর সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বিসিএসডব্লিউই বেসরকারী বিশ্ববদ্যালয় ও কলেজ চ্যাপ্টার-এর আহবায়ক জনাব মোহিত প্রধান।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মোঃ আতিকুর রহমান। কর্মশালায় পেপার উপস্থাপন করেন ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ। আলোচনায় অংশ নেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন ও অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা-এর কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (উপ-সচিব) ড. উত্তম কুমার দাশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিসেস সালমা জোহ্‌রা।

ইউআইটিএস-এ গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার-২০১৫ নবীনবরণ

৩০ মে ২০১৫, শনিবার সকাল ১১টায় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ এর সভাপতিত্বে গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার ২০১৫-এর নবীনবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন মাননীয় উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। তিনি

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের অভিনন্দন জানান।

সম্মানিত বিশেষ অতিথি সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ সরকারের সচিব এ কে এম আতিকুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, বরং আদর্শ মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠা। সমাজকে সুন্দর করতে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভালবাসার সাথে কাজ করলে তাতে সাফল্য অর্জন হবেই। আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ইউআইটিএস-এর গ্রীষ্মকালীন নবীনবরণ ২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ড.ইকবাল মাহমুদ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলেন জ্ঞানার্জনের জন্য পড়া। নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। জীবনে স্বপ্ন থাকতে হবে তাহলে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবীনদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,"এই বাংলা সোনার বাংলা নয়, এই বাংলাকে হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে তোমাদেরই। জীবনে বড় হওয়ার শক্তি ধার করা যাবে না, নিজের মন থেকে তা জাগ্রত হতে হবে"।

তিনি বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে, তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছো তার উপর। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা আনবে। কাংখিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তোমরা তরুণ সমাজ এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরুদায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। তিনি নারী নিপীড়ন থেকে ছাত্রদের দূরে থাকতে বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, প্রতিটা মূহুর্তকে জ্ঞান অর্জনে কাজে লাগাতে হবে। তিনি আরও বলেন, ইউআইটিএস-এ তরুণ শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে ভূমিকা পালনে তাদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে Ethics: Theory and Practice শিরোনামের একটি কোর্স সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মেধা তালিকার শীর্ষ প্রথম তিনজনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডীন ড. আফজাল আহমেদ।

এ নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোঃ আব্দুসসাত্তার, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, অভিভাবকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের বিপুল সংখ্যক নবীন শিক্ষার্থীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সহকারী অধ্যাপক সালাহ্উদ্দিন হাওলাদার ও প্রভাষক সিলভিয়া খৃষ্টীনা গমেজ।

ইউআইটিএস-এর পক্ষ থেকে ইউজিসির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)-এর নবনিযুক্ত মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নানকে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময়ে ইউজিসির মাননীয় চেয়ারম্যানও ইউআইটিএস-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানকে ফুলের মালা দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ইউজিসির মাননীয় চেয়ারম্যানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করে সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ দেশের স্বাধীণতাকে অর্থবহ করবে শিক্ষিত সমাজ। তাই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। একজন কৃতি শিক্ষাবিদ ও প্রশাসক হিসেবে আপনার দক্ষতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি ঘটবে বলে আমার গভীর বিশ্বাস।

শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ, উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) লে. কর্নেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার।

ভারতের ইনফোসিস থেকে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে ইউআইটিএস-এর তিন অ্যালামনাই

মোঃ আলিমুল ইসলাম

জনাব আল ইমতিয়াজ

মোহাম্মদ রাশেদ ভূঁইয়া

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ জন কম্পিউটার সায়েন্স এবং আইটি গ্র্যাজুয়েট জাভা প্রোগ্রামিংয়ের উপর ১০ সপ্তাহব্যাপী একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণটি ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের ইনফোসিস টেকনোলজিস লিমিটেডের মহিশুর ক্যাম্পাসে এই বছরের ১২ জানুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হয় ২৪ মার্চ।

হাইটেক পার্ক প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ২৯ জন নারীসহ মোট ৯০ জন গ্র্যাজুয়েট এবং বাকি ১০ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ২৪ মার্চ ইনফোসিস টেকনোলজিস লিঃ মহিশুর ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেয়া হয়।

দীর্ঘ এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর শিক্ষক ও অ্যালামনাই সদস্য জনাব আল ইমতিয়াজ, অ্যালামনাই সদস্য মোঃ আলিমুল ইসলাম ও মোহাম্মদ রাশেদ ভূঁইয়া।

সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্ন সচিব সুশান্ত কুমার সাহা, সাপোর্ট টু কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের প্রকল্প পরিচালক শফিকুল ইসলাম, উপ-প্রধান ইআরডির জাহাঙ্গীর হোসাইন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণটি ইনফোসিস, ভারত ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে আয়োজন করে।

ইউআইটিএসে 'ইলেক্ট্রোফেস্ট ২০১৫'

২০ মার্চ ২০১৫ তারিখ, শুক্রবার সকাল ১১.০০টায় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর ইইই এবং ইসিই বিভাগের যৌথ উদ্যোগে' ইলেক্ট্রোফেস্ট-২০১৫ ' বিষয়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ইউআইটিএস-এর উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে 'ইলেক্ট্রোফেস্ট-২০১৫' অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। স্বাগত বক্তব্যে ইসিই বিভাগের প্রধান জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম আগত সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের জন্য এসব তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেমিনার, ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিজেকে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানবক্তা ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সকল কিছুকে সচল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। আমাদের দেশে সেই শিক্ষা প্রয়োজন যে শিক্ষা পৃথিবী জুড়ে দাপটের সাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

জনাব মোস্তাফা জব্বার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যদি নিজেদের মানবসম্পদে রূপান্তর করতে না পারেন তাহলে এ বাংলাদেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমি আশাবাদী মানুষ, আপনাদের যে মেধা ও প্রজ্ঞা আছে তার উপর দাড়িয়ে খুব শীঘ্রই আমরা মধ্যম আয়ের দেশের সীমানা পেরিয়ে যাবো।

প্রযুক্তিগত এ অনুষ্ঠানটি ২১ মার্চ পর্যন্ত চলে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল সেমিনার,ওয়ার্কসপ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট

শো, অ্যাকাডেমিক কনটেষ্ট, সাইবার গেম কনটেস্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইইই বিভাগের প্রধান ড. মো: মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে ইউআইটিএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে পালিত হয় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর পক্ষ থেকে উপাচার্য ও কবি ড. মুহাম্মদ সামাদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনে যাঁদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি সেইসব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও পরিচালক প্রশাসন লে. কর্নেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোঃ আব্দুসসাত্তার, আইন বিভাগের প্রধান ড. কুদরাত-ই-খুদা, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, ইসিই বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সমাজকর্ম বিভাগের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) মোহিত প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা- কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ।

ক্যাম্পাসে 'সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ক সেমিনার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, শনিবার সকালে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর বারিধারা ক্যাম্পাসে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে 'সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই ও আইটি বিভাগের প্রধান ড. সুপ্রতীপ ঘোষ।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ঝুঁকিহীন নিরাপদ সাইবার পরিবেশ গড়ার প্রত্যাশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ''সাইবার নিরাপত্তা'' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশ হতে বাছাইকৃত ৭৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে সেমিনারের কর্মকান্ড চলে।

এই সেমিনারে তথ্যপ্রযুক্তি আইন, অজামিনযোগ্য অপরাধ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে কি করবেন, ইভটিজিং, ফেসবুক, তথ্যবিভ্রাট ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ও কবি ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান।

প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ যে, সাইবার ক্রাইম-এর মত সচেতনতামূলক বিষয় নিয়ে সেমিনার ইউআইটিএস ক্যাম্পাসেই প্রথমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় দীর্ঘদিন ধরে আইটি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আউট সোর্সিং করে আয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় হ্যাকাথন প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করে।

তিনি আরো বলেন, সাইবার ক্রাইম রাজনীতিতে যা হচ্ছে তা ভয়াবহ। সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটা ম্যাজিক, এই ম্যাজিকের যাতে সদ্ব্যবহার হয় সেজন্যেই এই সাইবার ক্রাইম বিষয়ে আইন প্রণয়ন হচ্ছে এবং সেই আইনগুলো সম্পর্কে আজকের যারা তরুণ বিশেষজ্ঞ তারা আপনাদের বলবেন। তা দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে, পারিবারিক

জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে, শিক্ষা জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে সকল ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

বিশেষ অতিথি ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, কিভাবে, কোথায় সাইবার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা নেই। আজকে বাংলাদেশ সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ করে ইনসাইট বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া যাবে। জীবন আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর এবং অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রচুর। প্রযুক্তি হাতে নিয়ে তার ব্যবহারগুলো যেভাবে শেখানো হয়, সেটার অপব্যবহারগুলো শেখানো হয় না। এ কারণে সাইবার অপরাধ একেবারে মহামারী আকারে আমাদের সমাজের সর্বত্র ধরা পড়েছে। এই সেমিনার সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে বড় ধরণের অবদান রাখতে পারবে।
সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইনসাইট বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-এর আইন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সূচনা ঘোটক এবং ট্রেইনার ও ইনোসিস সল্যুশন-এর সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার শামসুর রহিম।

অনুষ্ঠান শেষে পিয়ার টু পিয়ার স্কুল উদ্বোধন করেন উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ। এই স্কুলের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার ও বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

ইউআইটিএস-এ বসন্তকালীন সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষা

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এ ০২ জানুয়ারি ২০১৫, শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় বসন্তকালীন (Spring) সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ইউআইটিএস-এর উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা শেষ হয়।
উল্লেখ্য ইউআইটিএসে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য বৃত্তিসহ আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম, ফার্মেসি, সিএসই, সিভিল, আইটি, ইইই, ইসিই, বিবিএ, এমবিএ, আইন ও ইংরেজী এই বিষয়গুলোর উপর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউআইটিএস-এ বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ ২০১৫

শিক্ষা হচ্ছে আমাদের গড়ে ওঠার প্রধান সোপান: কবি সৈয়দ শামসুল হক

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) এর উৎসবমুখর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি সৈয়দ শামসুল হক বলেন, শিক্ষা হচ্ছে আমাদের গড়ে ওঠার প্রধান সোপান। লক্ষ্যহীন পথে চলাচল করলে মানুষ হওয়া যাবেনা এবং আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে, হাল ছাড়লে হবেনা। তিনি রাসুল (সা:) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসুল (সা:) বলেছেন, শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হবে। তাই তোমরা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে ইউআইটিএস বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছো এটা তোমাদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের সবদিক থেকে জীবন উপভোগ করতে হবে এবং সম্প্রসারিত করতে হবে।
২৪ জানুয়ারি ২০১৫, শনিবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ এর সভাপতিত্বে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচী লেখক-কবি সৈয়দ শামসুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউআইটিএস-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

নবীনদের উদ্দেশ্য করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন,"এই বাংলা সোনার বাংলা নয়, এই বাংলাকে হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে তোমাদেরকেই।" আমরা তোমাদেরকে এই সোনার বাংলায় সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই জন্য তোমাদেরকে সক্ষম ও সৎ চরিত্রবান হতে হবে।

তিনি তার বক্তব্যে নবাগতদের সবাইকে বিনয়ী হতে বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি বলেন, ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট-এ বাংলাদেশ বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। যে বিদ্যা মানুষকে মানুষ না বানাবে আমরা সেই শিক্ষা চাইনা। তিনি শিক্ষকদেরকে বলেন, আমাদের সন্তানদের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তা জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে, তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছ তার উপর। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা আনবে। কাংখিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তবে ভালো প্রতিষ্ঠান আর মানুষের সান্নিধ্য সফলতার পূর্ব শর্ত। মেধার বীজ তোমাদের মনের ভিতর বপণ করতে হবে। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরু দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। তোমরা তরুণ সমাজ এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য নবীনদের উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নবীনদের মাঝে তুলে ধরে বলেন, আজকের বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে তোমাদের ভাল চরিত্র, সততা-নিষ্ঠা আর একাগ্রতাই পৌছে দিবে জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে। উচ্চশিক্ষা অর্জন শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয় একজন ভাল মানুষ হওয়া ইউআইটিএস-এর প্রধান লক্ষ্য।

অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া জাতীয় হ্যাকাথন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল সরোয়ার জাহান এনডিসি, পিএসসি ও সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান-এর নেতৃত্বে সকাল ১০টায় সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দিয়ে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যাঁরা আত্মত্যাগের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ইইই বিভাগের প্রধান ড. মোঃ মিজানুর রহমান, আইন বিভাগের প্রধান ড. কুদরাত-ই-খুদা, বিবিএ বিভাগের প্রধান মোঃ নাজমুল হাসান, ইসিই বিভাগের প্রধান মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সমাজকর্ম বিভাগের প্রধান (ভারপ্রাপ্ত) মোহিত প্রধান, পরিচালক প্রশাসন লে. কর্ণেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

শেষ হলো জাতীয় পর্যায়ে 'বাংলাদেশ ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড-২০১৫'

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৪, শুক্রবার ঢাকায় বাংলাদেশ ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড কমিটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর ক্যাম্পাস মিলনায়তনে সিএসই এবং আইটি বিভাগের সহায়তায় শেষ হলো জাতীয় পর্যায়ে 'বাংলাদেশ ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড-২০১৫'। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে

জুনিয়র ও সিনিয়র দুই গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইটিএস-এর উপাচার্য ও বিশিষ্ট কবি ড. মুহাম্মদ সামাদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও বাংলাদেশ ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি এবং শাবিপ্রবির অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম লুৎফর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড.মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, বিআইওসি-এর সংগঠক ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং বিআইওসি-এর সংগঠক ও বুয়েটের সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোস্তফা আকবর ।

জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করেছেন মওদুদ হাসান। সিনিয়র গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে নূর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, হাসিব আল মুহাইমিন ও লাবিব রশীদ।

স্বাগত ভাষণ দেন ইউআইটিএস-এর সিএসই বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. সুপ্রতীপ ঘোষ।

এ প্রতিযোগিতায় বিচারক প্যানেলে ছিলেন জনাব প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, বুয়েটের সিএসই বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ কাওসার আব্দুল্লাহ এবং কানাডার স্পর্ট স্টেট-এর সফট ওয়্যার ডেভলপার তানভীর কায়কোবাদ।

আরো উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর সিএসই বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অভিভাবকগণ। অনুষ্ঠানশেষে বিজীয়দের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।

ইউআইটিএস ক্যাম্পাসে পোস্টার প্রতিযোগিতা

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) -এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে পোস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শরৎকালীন সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিদের মধ্যে যারা চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হয়েছে তাদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

'উন্নয়নশীল দেশের জন্য টেকসই জল চিকিৎসা প্রযুক্তি' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.০০টায় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর বারিধারা ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে 'উন্নয়নশীল দেশের জন্য টেকসই জল চিকিৎসা প্রযুক্তি' বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানবক্তা ছিলেন ইনভার্নমেন্টাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, পিএইচডি। এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন ও সিই বিভাগের প্রধান ড. আফজাল আহমেদ এবং সিই বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

সমাজকর্ম বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপিত

গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ, সোমবার সকাল ১১.০০টায় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর প্রধান ক্যাম্পাসে সমাজকর্ম বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোহিত প্রধান-এর সভাপতিত্বে সমাজকর্ম বিভাগের উদ্যোগে 'বিশ্ব সমাজকর্ম দিবস ২০১৫' উদ্‌যাপিত হয়।

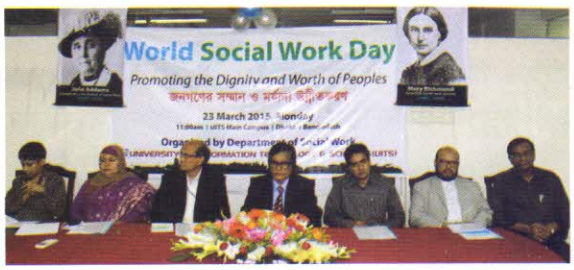

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য ও বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (বিসিএসডব্লিউই)-এর সভাপতি ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। এ বছরের বিশ্ব সমাজকর্ম দিবসের স্লোগান 'জনগণের সম্মান ও মর্যাদা উন্নীতকরণে সমাজকর্ম' -এর কথা উল্লেখ করে প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে সবার উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। এজন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করতে হলে সমাজকর্ম শিক্ষার পেশাগত স্বীকৃতিদানের বিকল্প নাই।

অনুষ্ঠানে এশিয়ান প্যাসিফিক এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন-এর সভাপতি ড. ফন্টিনি নূগ্রহ-এর বাণী পাঠ করেন সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষক মিস সিলভিয়া খ্রীষ্টিনা গোমেজ। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান এবং এসওএস শিশুপল্লী ঢাকা-এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ইউআইটিএস-এর সমাজকর্ম বিভাগ **International Association of Schools of Social Work (IASSW)** *-এর সদস্যপদ অর্জন করে যার সদস্য নম্বর 8৪৭-১-২-BGD*

রাজশাহীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ইউআইটিএস শিক্ষার্থী নিহত

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ছাত্র সড়ক দূর্ঘটনায় মারা গেছে।

জানা যায়, গৌতম কুমার সরকার গত ২০ মে ২০১৫ বুধবার রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার দূর্গাপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তার আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে ইউআইটিএস পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

UITS

Govt. & UGC approved since 2003

Future will be better than thy past

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

সমাজকর্ম বিভাগে ভর্তি চলছে

সমাজকর্মে বিএসএস (অনার্স) ও ১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন এমএসএস মাস্টার্স প্রোগ্রাম

৬ মাসের সেমিস্টার: জানুয়ারি থেকে জুন এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর সমাজকর্ম বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসএস (অনার্স) ও ১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন এমএসএস মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীবৃন্দ আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা

(১) **বিএসএস (অনার্স):** এসএসসি এবং এইচএসসি অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/ ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ থাকতে হবে।

(২) **১ (এক) বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন এমএসএস মাস্টার্স প্রোগ্রাম:** সমাজকর্ম বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অথবা সমাজকর্ম বিষয়ে এমএসএস ১ম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উল্লেখ্য যে, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নৃবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, পপুলেশন সায়েন্সস, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ক্রিমিনোলজি/পুলিশ সায়েন্সেস ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ১ (এক)বছর মেয়াদী সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বের মনো-আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর আধুনিক বিষয় সমাজকর্মের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রাজুয়েটদের বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি ও চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা খুবই কার্যকর এবং প্রয়োজনীয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা সমাজকর্ম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস, শিক্ষকতা ও এনজিওতে চাকরিসহ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সমাজকর্ম বিভাগের দুইবারের ভিজিটিং প্রফেসর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও প্রাক্তন পরিচালক; বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (বিসিএসডব্লিউই)-এর সভাপতি; এশিয়ান-প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (এপিএএসডব্লিউই)-এর বোর্ড মেম্বার এবং বাংলাদেশে সমাজকর্মের উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের পথিকৃৎ-শিক্ষাবিদ এবং ইউআইটিএস-এর সমাজকর্ম বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইউআইটিএস-এর মাননীয় উপাচার্য **ড. মুহাম্মদ সামাদ** উপদেষ্টা হিসেবে নিয়মিত পাঠদান ও বিভাগটি তত্ত্বাবধান করছেন।

সমাজকর্ম বিভাগ International Association of Schools of Social Work (IASSW) -এর সদস্য

বিএসএস (অনার্স): ১৩৫.০ ক্রেডিট	বিএসএস (অনার্স): ১,৩৫,০০০ টাকা
মাস্টার্স প্রোগ্রাম : ৩০.০ ক্রেডিট	মাস্টার্স প্রোগ্রাম : ৩৬,০০০ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা: গ-৩৭/১ প্রগতি সরণি (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বদিকে), বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা-১২১২।
ফোন: ৮৮৯৯৭৫১ / ৮৮৯৯৭৫২ / ০১৯৩৮-৮৩২৭৫৫,০১৭৩০-৪২৯৬৫৫ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫৩,
ওয়েব: www.uits.edu.bd

UITS Govt. & UGC approved since 2003
Future will be better than thy past
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY & SCIENCES

Quality Education at Affordable Cost

University of Information Technology and Sciences (UITS), the first IT-based Private University in Bangladesh was founded on 7 August 2003 as a non-profit organization, an initiative of PHP Family headed by Alhaj Sufi Mohamed Mizanur Rahman.

Programs

School of Science and Engineering
BSc. in Civil Engineering (CE)
BSc. in Computer Science and Engineering (CSE)
BSc. in Electronics and Communication Engineering (ECE)
BSc. in Electrical & Electronics Engineering (EEE)
BSc. in Information Technology (IT)
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)
Master of Computer Applications (MCA)
MSc. in Telecommunication (MS Tel.)

School of Business Administration
Bachelor of Business Administration (BBA) International
Masters of Business Administration (MBA)

School of Liberal Arts and Social Science
Bachelor of Arts in English (BA Hons. in ENG)
Bachelor of Laws (LLB)
Bachelor of Social Science in Social Work (BSS)
Master of Arts in English (MA in ENG)
Master of Laws (LLM)
Master of Social Sciences in Social Work (MSS)

Credit Waiver & Evening Classes for Diploma Engineers & Graduate Students

Facilities
13 Electrical and Communication Labs
10 Civil Engineering Laboratories
8 CSE and IT Laboratories
4 General Science Laboratories
Pharmaceutical labs
Fast-growing Library
IT Help Desk
Student Clubs, Societies, etc.

Opportunities
- Full Time Faculty members with outstanding academic records.
- Excellent Lab facilities for Engineering Programs.
- Scholarship based on meritorious, poor, less privileged students and children of freedom fighters quota.
- Credit Transfer to Home and Foreign Universities.
- Special Credits waiver for Diploma Engineers.
- Special tuition fees waiver based on SSC & HSC result
- On campus job opportunities.

Collaboration with
- AIT & SIAM University, Bangkok, Thailand;
- Ataturk University, Turkey;
- Christian University of Thailand;
- JNU Delhi IIT Allahabad, India;
- Management and Science University Malaysia;
- TAFE South Western Sydney Institute, Australia;
- Texas A&M University-Corpus Christi, USA;
- The University of Texas Dallas, TX (USA);
- Winona State University, MN;
- WTO Research Center(WRC) of Aoyama Gakuin University (AGU);

Our Permanent Campus on more than 1 Acre of Land is Under Construction at Baridhara, Dhaka

Main Campus
Jamalpur Twin Tower (Tower 2) GA-37/1, Progati Sarani, Baridhara J-Block, Dhaka-1212
Tel: 8899751-2, Fax: 8899753, Mobile: 01938832755, 0 1730429655

Kakrail Campus
PHP Tower, 107/2 Kakrail, Dhaka-1000.
Tel: 9331133, 8333769, Mobile: 01716937456

E-mail: info@uits.edu.bd
facebook.com/theuits
Web: www.uits.edu.bd

Devine blessings mixed with hard work and backed by good intentions can make miracles.

-Alhaj Sufi Mohammed Mizanur Rahman

Chief Editor : Prof. Dr. KM Saiful Islam Khan
Editor : Prof. Mohammad Farid Uddin Khan
Research Fellow (IT) : Al Imtiaz
Reporter : Abu Syed Mohammad Mustafizur Rahman
Graphics Designer : Nazmus Sayadath Rhythm
Published by UITS Research Center

MAIN CAMPUS

Jamalpur Twin Tower (Tower 2), Baridhara View,
GA - 37/1 Pragati Sharani, Baridhara J-Block,
Dhaka 1212,Tel.: 8899751, 8899752, 01938832755,
Fax:8899753.

PERMANENT CAMPUS

Holding # 190, Road # 04,
Block # B, Maddha Nayanagar,
Dhaka -1212

KAKRAIL CAMPUS

PHP Tower, 107/2 Kakrail,
Dhaka, Tel.: 9331133, 01716937456

web: www.uits.edu.bd

E-mail: info@uits.edu.bd